১ ডিসেম্বর ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ নভেম্বর ২০১৪

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অব্যাহত

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

দিনাজপুরে জনতার ওপর বিজিবি'র হামলা

হেফাজতে নির্যাতন

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

সভা-সমাবেশে বাধা

মত প্রকাশ ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

বিশেষ ক্ষমতা আইনে জেল গেট থেকে আটক

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

দলিত সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লংঘন

নারীর প্রতি সহিংসতা

দুর্নীতি দমন কমিশন ও এর গ্রহণযোগ্যতা

***অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান**

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা

নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে চলমান চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অব্যাহত

১. ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পুন:গ্রহণের পর থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন এর আগের সময়কার মত কোন কোন ক্ষেত্রে চরম আকার ধারন করেছে। এই সব দুর্বৃত্তায়নের বেশীর ভাগই ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করার বিষয় নিয়ে ঘটছে। বিশেষ করে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুবৃর্ত্তয়ানের ফলে রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত আছে এবং প্রশাসনের সঙ্গে আঁতাত করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর দমন পীড়নের অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে প্রশাসনকে এড়িয়ে তাদের মতাদর্শের শিক্ষার্থীদের তোলা, সাধারন ছাত্র-ছাত্রীদের ও ভিন্নমতলম্বীদের ইচ্ছামত হল থেকে বের করে দেয়া এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হলে তা দমনের অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের অভিযোগ, হল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যবহার করে ছাত্রলীগ কার্যত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপর নানামুখী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।[১] সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তৃতা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকর্মীরা যাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকহারে ব্যবহারের জন্য সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগের বর্তমান নেতাকর্মীদের তৈরী করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

২. গত ১২ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগের এক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম বলেন,"তোমাদের লিখিত পরীক্ষায় (বিসিএস) ভালো করতে হবে। তারপরে আমরা দেখবো।" ৫ জানুয়ারীর নির্বাচন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এই উপদেষ্টা বলেন,"নির্বাচনের সময় বাংলাদেশ পুলিশ ও প্রশাসনের যে ভূমিকা; নির্বাচনের সময় আমি তো প্রত্যেকটি উপজেলায় কথা বলেছি, সব জায়গায় আমাদের যারা রিক্রুটেড, তাদের সঙ্গে

[১] প্রথম অলো ১২ নভেম্বর ২০১৪

কথা বলে, তাদেরকে দিয়ে মোবাইল কোর্ট করিয়ে আমরা নির্বাচন করেছি।"[২] এইচ টি ইমামের এই বক্তব্য অসাংবিধানিক এবং বৈষম্যমূলক। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৯(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে"প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে"।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলা ও হল থেকে বের করে দেয়া

৩. গত ৬ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগের দাবীতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে তাঁদের অবস্থান কর্মসূচী চলছিল। বেলা আনুমানিক সোয়া ১১ টায় পুলিশের সামনেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের একদল কর্মী অবস্থান কর্মসূচীতে হামলা চালায়। এই সময় হামলাকারী ছাত্রলীগ কর্মীরা শিক্ষার্থীদের ব্যানার, ফেস্টুন কেড়ে নেয়। শিক্ষার্থীরা আরো অভিযোগ করেন, অবস্থান কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে পুলিশ সেখানে আসে এবং নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক সাহেব আলী তাঁদের চলে যেতে বলেন, না সড়লে ছাত্রলীগ দিয়ে মার খাওয়াবেন বলেও হুমকি দেন। হামলার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি দারুস সালাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকা যুবকরাই হামলায় অংশ নেয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। [৩]

৪. গত ৩ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলে ফজরের নামাজ পড়ার সময় ইতিহাস বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী ফাহমিদা আকতার, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী উম্মে কুলসুম পলি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্রী মায়মুনা আকতারকে ছাত্রী সংস্থা ও হিযবুত তাহরীরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আটক করে। এরপর তাঁদের একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মারধর করে এবং নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে ছাত্রী সংস্থা ও হিযবুত তাহরীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন বক্তব্য আদায় করতে চায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারে হলের প্রভোস্ট ড.সাজেদা বানু বলেন, ছাত্রী সংস্থা ও হিযবুত তাহরীরের কর্মী সন্দেহে তিন ছাত্রীকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছে ১৫-২০টি ইসলামী বই পাওয়া গেছে। আটক ছাত্রীদের হলের সিট বাতিল করা হয়েছে এবং স্থানীয় অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।[৪]

রাজনৈতিক সহিংসতা ভয়াবহ আকার ধারন করেছে

৫. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৯ জন নিহত এবং ৮৫৪ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৪৭ টি এবং বিএনপি'র ৫ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৬ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ৬১১ জন এবং বিএনপি'র ৭৯ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে। *রাজনৈতিক সহিংসতার কিছু উদাহরন দেয়া হলোঃ*

৬. গত ৩ নভেম্বর নরসিংদীর ভাটপাড়া এলাকায় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গেলে পলাশ থানা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মনির মোল্লার নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা এলোপাতাড়ি মারধর করে কালাম নামে এক আনসার সদস্যকে পুকুরে ছুঁড়ে

[২] প্রথম অলো ১৩ নভেম্বর ২০১৪
[৩] প্রথম অলো ৭ নভেম্বর ২০১৪
[৪] মানবজমিন ৪ নভেম্বর ২০১৪

ফেলে দেয়। এই হামলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জহির হায়াত, চ্যানেল নাইন ও মানবকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি আইয়ুব খান সরকার, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের ক্যামেরাম্যান লক্ষণ বর্মণ, সময় টিভির ক্যামেরাম্যান কাওসার হোসেন এবং পুলিশ, আনসার ও তিতাস গ্যাসের কর্মকর্তাসহ ২০ জন আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় আইয়ুব খান সরকার, লক্ষণ বর্মণ, কাওসার হোসেনকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলাকারীরা দেশ টিভি, সময় টিভি ও চ্যানেল নাইনের ক্যামেরা ও মোটর সাইকেলও ভাংচুর করে।[৫]

৭. আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম শহরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে চট্টগ্রাম সিটি কলেজের অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র ছাত্রলীগ নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না নিহত হয়েছেন। গত ২ নভেম্বর রাত আনুমানিক ৯ টায় হালিশহর আবাসিক এলাকায় ছাত্রলীগের বিবাদমান দুটি উপদল দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।[৬]

৮. গত ১৯ নভেম্বর আধিপত্য বিস্তার ও টেন্ডার দখলকে কেন্দ্র করে ঢাকায় শিক্ষাভবনের সামনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক নেতা এবং বর্তমান যুবলীগের আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ওরফে টেন্ডার শফিক তাঁর শতাধিক কর্মী নিয়ে মহড়া দেন। এই সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক নেতা এবং আওয়ামী লীগের উপ-কমিটির সহ-সম্পাদক মিজানুর রহমান ৩০/৩৫ জন কর্মী নিয়ে শিক্ষাভবনের সামনে আসেন। এই নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে পাল্টা পাল্টি মহড়া চলে। এক পর্যায়ে শফিক গ্রুপের কর্মীরা প্রকাশ্যে পিস্তল, হকিস্টিক, রামদা, লোহার রড ও চাকু নিয়ে মিজানুর রহমানের ওপর হামলা চালালে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় উভয় গ্রুপের ছয়জন আহত হন। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুরো ঘটনার সময় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।[৭]

৯. গত ২০ নভেম্বর সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টায় সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থ, সহ-সভাপতি আবু সাঈদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম সবুজের নেতৃত্বে শতাধিক ছাত্রলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহপরান হলে হামলা চালায়। পরবর্তীতে আরো একটি ছাত্রহল (এখনও নামকরণ করা হয় নাই) ও সৈয়দ মুজতবা আলী হলে হামলা করে প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের উত্তম-অঞ্জন গ্রুপের কর্মীদের বের করে দেয়। উত্তম-অঞ্জন গ্রুপের কর্মীরা হল থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে পার্থ গ্রুপের কর্মীরা সবক'টি হলের দখল নেয়। পরে অঞ্জন-উত্তম গ্রুপকে সহায়তা করতে ছাত্রলীগের বিধান গ্রুপের শতাধিক কর্মী পাইপগানসহ দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে আসে। এদিকে পার্থ-সবুজ গ্রুপও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হলের সামনে অবস্থান নেয়। এই সময় দুই গ্রুপের কর্মীদের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যায়। হলের দখল নিতে উত্তম-অঞ্জন গ্রুপের কর্মীরা হলের দিকে গেলে পার্থ গ্রুপের কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। এক পর্যায়ে পুরো ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে কয়েক রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। দুই পক্ষের গোলাগুলিতে বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মী সুমন দাস, শাবি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি অঞ্জন রায়, নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ কর্মী জিয়াউর রহমান ও সমাজ বিজ্ঞান

[৫] যুগান্তর, ৪ নভেম্বর ২০১৪

[৬] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৭] মানবজমিন, ২০ নভেম্বর ২০১৪

বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র খলিলুর রহমান গুলিবিদ্ধ হন। তাঁদেরকে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সুমন দাস মারা যান। [৮]

১০. *অধিকার* রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী।

হরতাল

১১. গত ২৯ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর রায়ে ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী এবং ৩ নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীর কর্ম পরিষদের সদস্য মীর কাশেম আলীকে কে ট্রাইবুনাল-২ মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামি ৩০ অক্টোবর এবং ২, ৩, ৫ ও ৬ নভেম্বর সারাদেশে হরতালের ডাক দেয়।

১২. হরতাল চলাকালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং হরতাল সমর্থকরা যানবাহন ভাংচুর করে এবং রাস্তায় পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে। গত ২ ও ৩ নভেম্বর হরতাল চলাকালে সারাদেশে পুলিশ ৩০০ জনকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে।[৯] ৫ নভেম্বর হরতাল চলাকালে সারাদেশে পুলিশ ২০০ জনকে গ্রেফতার করে।[১০]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৩. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে নভেম্বর মাসে ৬ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

১৪. *অধিকার* মনে করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং সরকার মানবাধিকার সমুন্নত রাখা এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল এবং মানবাধিকার কর্মীদের কাছে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়েছে।

১৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মৃত্যুর ধরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বাহিনী ও নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নীচে দেয়া হল।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৬. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ৬ জনের মধ্যে ৫ জন তথাকথিত 'ক্রসফায়ার/ এনকাউন্টার/ বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরমধ্যে ২ জন পুলিশের হাতে এবং ৩ জন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন।

[৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৯] আমাদের সময় ৪ নভেম্বর ২০১৪
[১০] নয়াদিন্ত ৬ নভেম্বর ২০১৪

গুলিতে নিহত ঃ

১৭. এইসময় ১ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

নিহতদের পরিচয় ঃ

১৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৬ জন এর মধ্যে ১ জন যুবক ও ৫ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১৯. *অধিকার* বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে অপরাধী যত ভয়ংকর প্রকৃতিরই হোক না কেন সংবিধান তাকে আইনের সুরক্ষা দিয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়ার সুবিধা তার প্রাপ্য। *অধিকার* এইসব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে পঙ্গুত্ববরণ করছেন অনেকে

২০. গত ২০১১ সাল থেকেই অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করার একটি নতুন প্রবণতা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেজনক। ইতিমধ্যে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরন করেছেন। কিন্তু দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের পক্ষে বক্তব্য দিয়ে দায়মুক্তির সংস্কৃতিকেই আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন। এর ফলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে নির্বিচারে গুলির ঘটনা ঘটেই চলেছে।

২১. যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন নার্সারিপট্টি এলাকায় মিজানুর রহমান (২৭) ও হাফিজুর রহমান (২৮) নামে দুই যুবককে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে যশোর কোতওয়ালী থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের পুলিশ হেফাজতে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মিজানুর রহমান বলেন, কোতোওয়ালী থানার এস আই শোয়েব উদ্দিনের নেতৃত্বে গত ১৩ নভেম্বর ভোরে তিনটি গাড়িতে করে বেশ কয়েকজন পুলিশ তাঁদের বাড়ির গেট ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশ তাঁর চোখ বেঁধে, হাতকড়া পড়িয়ে গাড়িতে তোলে। গাড়িটি বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁকে নামানো হয়। এরপর তাঁর ডান হাঁটুতে দুটি গুলি করে পুলিশ এবং এক পর্যায়ে তাঁর হাতকড়া ও চোখ খুলে দেয়া হয়।[১১] পুলিশের দাবি, গুলিবিদ্ধরা চিহ্নিত ছিনতাইকারী। পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধের সময়ে তারা গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তবে গুলিবিদ্ধ দুইজনের পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ রাতে তাদের ধরে এনে চোখ-পা বেঁধে অস্ত্র কোথায় জানতে চেয়ে পায়ে গুলি করে।[১২] অবস্থার অবনতি হলে হাফিজুরকে ২০ নভেম্বর ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পঙ্গু হাসপাতালে তাঁর পা কেটে ফেলা হয়। কিন্তু

[১১] প্রথম আলো ১৪ নভেম্বর ২০১৪

[১২] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ২২ নভেম্বর হাফিজুর রহমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় মারা যান।[১৩]

২২. গত ৯ নভেম্বর নরসিংদী জেলার বেলাবোর বাড়ৈচা এলাকায় তবলীগ জামাত,এলাকাবাসী ও পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষের মাঝে পড়ে পাশেই একটি দোকানে আশ্রয় নেয় দিনমজুর মইদুর আলী (৫৫)। সেখান থেকে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে টেনেহিঁচড়ে বের করে কিছুদূর নিয়ে এরপর ডান পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে।[১৪] ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে গত ১৬ নভেম্বর তাঁর ডান পা হাঁটু থেকে কেটে ফেলা হয়। মইদুর আলী গত ছয় বছর ধরে শীত মওসুমে এই এলাকায় দিনমজুরের কাজ করার জন্য কিশোরগঞ্জের ইটনা থেকে আসেন। উল্লেখ্য, মসজিদে অবস্থান করা নিয়ে গত ৯ নভেম্বর নরসিংদী জেলার বেলাবোর বাড়ৈচা এলাকায় তবলীগ জামাত ও এলাকাবাসীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে তবলীগ জামাত, এলাকাবাসী ও পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে সেলিম (৩০) নামে এক রিকশাচালক নিহত এবং পাঁচজন আহত হন।[১৫]

দিনাজপুরে জনতার ওপর বিজিবি'র হামলা

২৩. গত ২৮ নভেম্বর দিনাজপুর জেলার বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) ফুলবাড়ী ২৯ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা নবাবগঞ্জ উপজেলায় অভিযান চালিয়ে সীমান্তপথে অবৈধভাবে আনা দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেন। পরে বিজিবির সৈনিক আল আমিন (২০) ও রুবেল হোসেন (১৯) মোটরসাইকেল দুটি চালিয়ে ফুলবাড়ীর রাঙ্গামাটি ব্যাটালিয়ন কার্যালয়ে আনছিলেন। কিন্তু কার্যালয়ে পৌছানোর আগেই প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে দিনাজপুর-ফুলবাড়ী মহাসড়কে বেলা আনুমানিক দুইটায় দ্রুতগামী একটি ট্রাকের (ঢাকা মেট্রো-ট-১৪-৭৭০৮) ধাক্কায় তাঁরা দুজনই নিহত হন। এলাকাবাসীর ভাষ্যমতে, ঘটনার পর তাঁরা ট্রাকটিকে আটক এবং মহাসড়ক অবরোধ করেন। কিন্তু এর মধ্যেই ট্রাকটির চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে যায়। একপর্যায়ে শতাধিক বিজিবি সদস্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালক ও তাঁর সহকারীকে তাঁদের হাতে তুলে দিতে এলাকাবাসীকে চাপ দেন। কিন্তু দুজনেই পালিয়ে গেছে শুনে বিজিবি সদস্যরা ক্ষুদ্ধ হন এবং স্থানীয় রাজারমপুর মোড় ও পার্শ্ববর্তী ভিমলপুর মোড়ে গিয়ে দোকানপাট ও রিকশা-ভ্যান ভাংচুর এবং উপস্থিত জনতাকে বেধরক লাঠিপেটা করেন। এই সময় ১০ জন আহত হন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী গাছের ডাল ফেলে এবং টায়ার জ্বালিয়ে দুই দিক থেকে মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে বিজিবি সদস্যরা অরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে বিজিবি সদস্যরা অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ২০-২৫ টি গুলি ছোড়েন। এই সময় ভিমলপুর গ্রামের রবিউল ইসলাম (২৪) গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। [১৬]

২৪. *অধিকার* এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। কোন সন্দেহ নেই যে, সড়ক দূর্ঘটনায় দুই বিজিবির সদস্যের মৃত্যু তাঁদের সহকর্মীদের গভীরভাবে ব্যাথিত করে তুলেছিল। কিন্তু এই কারনে তাঁরা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার একটি প্রবনতা বর্তমানে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর এটা ঘটছে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এবং তাদের দায়মুক্তি দেয়ার কারণে। এমনকি

[১৩] প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০১৪
[১৪] মানবজমিন ২৫ নভেম্বর ২০১৪
[১৫] নয়াদিন্ত ১০ ও ১১ নভেম্বর ২০১৪
[১৬] প্রথম আলো ২৯ নভেম্বর ২০১৪

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) যাঁদের দেশের সীমান্ত পাহাড়া দেয়া দায়িত্ব, তাঁদেরকে সীমান্ত অরক্ষিত রেখে বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচীগুলোতে বাধা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সালে ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় জনতার ওপর একই বাহিনী গুলিবর্ষন করলে তখন ছয় ব্যক্তি নিহত হন।

২৫. *অধিকার* অবিলম্বে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানাচ্ছে।

হেফাজতে নির্যাতন

২৬. গত ২০ বছর ধরে *অধিকার* নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' উত্থাপন করা হলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু এর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

২৭. রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের ভয়ে খুলনার পুলিশ সুপার (এসপি) কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে তুষার কান্তি পাল (৩৮) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গত ১৫ নভেম্বর দুপুর পৌনে তিনটায় তাঁকে এসপি অফিস থেকে আদালতে নেয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। এর আগে তাঁকে ডুমুরিয়া থানা এবং এসপি অফিসের দ্বিতীয় তলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৮ জুলাই খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা সদরের ওয়াপদা এলাকার বাসিন্দা আজিজুল ইসলামের স্ত্রী মুক্তা (২১) অপহরণের শিকার হন। ওই ঘটনায় আজিজুল ইসলাম বাদি হয়ে ২২ জুলাই ডুমুরিয়া থানায় অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তিদের নামে একটি মামলা দায়ের করেন। তদন্ত কর্মকর্তা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি-তদন্ত) কাজী কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ডুমুরিয়া থানার এএসআই মোঃ মফিজুর রহমান, এএসআই বিএম বাবুল আকতার ও এএসআই আশিকুর রহমান গত ১৪ নভেম্বর রাত আনুমানিক ৯টায় নগরীর বয়রা শ্বশানঘাট সংলগ্ন পূজাখোলা এলাকা থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে তুষার কান্তি পালকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। নিহতের স্ত্রী তনুশ্রী পাল *অধিকারকে* জানান, খবর পেয়ে তিনি রাতেই ডুমুরিয়া থানায় যাওয়ার পর তাঁর স্বামী তাঁকে জানান থানায় নিয়ে তাঁর ওপর পুলিশ নির্যাতন করেছে। থানা থেকে তাঁকে বলা হয়, ১৫ নভেম্বর দুপুরে তাঁর স্বামীকে এসপি অফিসে নেয়া হবে। তাঁকে সেখানে যেতে বলা হয়। নিহতের শ্যালক অপূর্ব পাল *অধিকারকে* বলেন, ১৫ নভেম্বর দুপুর আনুমানিক ২টায় ডুমুরিয়া থানার কনস্টেবল সিরাজুল তাঁকে ফোন করে বলে তাঁর ভগ্নিপতিকে এসপি অফিসে নেয়া হয়েছে। তাঁকে সেখানে যেতে বলা হয়। খবর পেয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর ভগ্নিপতিকে এসপি অফিসের দ্বিতীয় তলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দক্ষিণ) এস.এম শফিউল্লাহ'র কক্ষে নেয়া হয়। কিন্তু তাঁকে ওই কক্ষে ঢুকতে দেয়া হয়নি। প্রায় আধাঘন্টা পর বের হলে তিনি কি হয়েছে জানতে চান। এই সময় তুষার কান্তি পাল তাঁকে জানান, ঐ কক্ষে নিয়ে তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয় এবং রিমান্ডে নিয়ে আরও নির্যাতনের হুমকি দেয়া হয়েছে। এছাড়া কোন ধরণের হ্যান্ডকাফ ছাড়াই তাঁকে এসপি অফিস থেকে নামানোর সময় সেখানে উপস্থিত মামলার বাদি আজিজুল ইসলাম হুমকি'র স্বরে বলেন, তার স্ত্রী অপহরণ সংক্রান্ত বিষয়ে তার ৭/৮ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, যা তুষারকেই দিতে হবে- এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তুষার দ্বিতীয়

তলা থেকে লাফ দেন। তাৎক্ষণিকভাবে তুষারকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত তুষার কান্তি পাল বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর গ্রামের মৃত কালীপদ পালের ছেলে। নগরীর বয়রাস্থ শেরের মোড় এলাকায় শোভন ফার্মেসী নামে তাঁর একটি ওষুধের দোকান আছে এবং তিনি বিকাশ'র এজেন্ট ছিলেন।[১৭]

২৮. সিলেটের কোতওয়ালী থানা হেফাজতে অনিতা ভট্টাচার্য নামে এক বেসরকারী হাসপাতালের নার্সকে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনিতা ভট্টাচার্যের স্বামী কিশোর বলেন, গত ৭ নভেম্বর পুলিশ একটি অপহরণ মামলায় তাঁদের মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের আলিসাকুল বাড়ি থেকে তাঁর স্ত্রী অনিতা এবং তাঁদের সন্তানসহ তাঁকে আটক করে কোতওয়ালী থানায় নিয়ে আসে। ৮ নভেম্বর তাঁদের ছেলেকে এবং ৯ নভেম্বর তাঁকে পুলিশ ছেড়ে দিলেও অনিতাকে আদালতে হাজির করে ৫ দিনের রিমান্ড চায়। আদালত ৩দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই সিরাজুল ইসলাম অনিতাকে কোতওয়ালী থানা হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে কোন তথ্য না পেয়ে বাদীপক্ষের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থানার ওসি (তদন্ত) মনির ও এস আই হাসিনা আক্তার আঁখি অনিতার ওপর শারিরিক নির্যাতন চালায়। ওসি (তদন্ত) মনির অনিতার গলার ভেতরে পাইপ ঢুকিয়ে মদ ঢেলে দেয় এবং পায়ের বুট দিয়ে গলায় চাপ দিয়ে অপহরণের কথা স্বীকার করতে বলে। এস আই হাসিনা আক্তার আঁখি অনিতার শরীরের স্পর্শকাতর জায়গায় লাঠি দিয়ে খোঁচায়। নির্যাতনের কারনে অনিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে গত ১২ নভেম্বর পুলিশ তাঁকে আদালতে হাজির করে চিকিৎসার জন্য ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের দেয়া পরামর্শের পরও শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। প্রথমে কারাগার কর্তৃপক্ষ অসুস্থ অভিযুক্তকে গ্রহণ করতে রাজি না হলেও পরে গ্রহণ করে এবং ওইদিন রাত আনুমানিক ৯ টায় অনিতাকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৩ দিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর অনিতাকে পুনরায় জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৬ নভেম্বর পুলিশ পুনরায় অনিতাকে জেল হাজত থেকে আদালতের মাধ্যমে ৩ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে ফেরত পাঠায়। উল্লেখ্য ২০১৩ সালের ২১ জুলাই সিলেট নগরীর ভাঙ্গাটিকর এলাকা থেকে স্কুলশিক্ষক সন্তোষ কুমার দেব ও সর্বাণী দেবের কন্যা ৪ বছরের শিশু জয়ীকে অপহরণ করা হয়। এই মামলায় অনিতা ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।[১৮]

২৯. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও তা মানা হচ্ছে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদেও নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কারাগারে মৃত্যু

৩০. নভেম্বর মাসে ৫ জন কারাগারে 'অসুস্থতাজনিত' কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

[১৭] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৮] মানবজমিন ২০ নভেম্বর ২০১৪

৩১. *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দীদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে কারাগারে আটক কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৩২. ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে ৮ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৩. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

৩৪. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে কারো কারো লাশ পাওয়া গেছে। গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার। গুম হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়শ:ই নির্যাতনের শিকার হন এবং তাঁদের জীবন নিয়ে তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। তাঁদেরকে সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি তাঁরা আইনি সুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকেন।

৩৫. ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার তারাইল গ্রামের বাসিন্দা সূর্যনগর ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী ডিগ্রী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র জুয়েল মাতুব্বর ও গার্মেন্টস কর্মী সোহেল মাতুব্বর নামের দুই সহদোরকে র‍্যাব পরিচয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁদের পিতা আমজাদ মাতুব্বর। আমজাদ মাতুব্বর *অধিকার*কে জানান, তাঁর ৫ পুত্র সন্তানের মধ্যে দুই সন্তান বিদেশে থাকে। বাকি তিনজন তাঁদের সঙ্গেই তারাইল গ্রামের পৈত্রিক বাড়িতে বসবাস করে। প্রতিদিনের মতো ৯ নভেম্বর রাতেও তিনি স্ত্রী- সন্তানদের নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। ১০ নভেম্বর ভোর রাত আনুমানিক দুইটায় ঘরের জানালায় আঘাতের শব্দ পেয়ে তাঁদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। জানলা খুলে তিনি তিনজন সাদা পোষাকের লোক দেখতে পান। তারা তাঁকে দরজা খুলতে বলে। তিনি দরজা খুললে ওই ব্যক্তিরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করেই তাঁর মোবাইল ফোনটি নিয়ে নেয় এবং বাড়িতে থাকা তাঁর দুই ছেলে জুয়েল ও সোহেলের খোঁজ জানতে চায়। তখন তিনি তাঁর ছেলেদের ঘর দেখিয়ে দেন। ঐ ব্যক্তিরা কাচারী ঘরে ঘুমিয়ে থাকা তাঁর দুই ছেলে জুয়েল মাতুব্বর ও সোহেল মাতুব্বরকে বের করে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। এই সময় জুয়েল ও সোহেলের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপও ওই সাদা পোশাকের লোকেরা নিয়ে নেয়। তিনিও তাঁদের পেছনে পেছনে বাড়ির বাইরে যান। তখন তাঁর বাড়ি সংলগ্ন মেহগনি গাছের বাগানের ভেতরে র‍্যাবের কালো পোশাক পড়া ও মাথায় কালো রুমাল বাঁধা ১৫/১৬ জন অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। কি অপরাধে তাঁর ছেলেদের ধরে নেয়া হচ্ছে জানতে চাইলে সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা তাঁকে জানায় একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেয়া হচ্ছে। কাল সকালেই ছেড়ে দেয়া হবে। এরপর তারা তাঁর ছেলেদের নিয়ে চলে যায়। জুয়েল ও সোহেলকে নিয়ে যাওয়ার সময় মেহগনি গাছের বাগানের মধ্যে

র‍্যাবের পোশাক পড়া ব্যাক্তিদের কথপোকথনের একটি অংশ শুনতে পান তিনি। তারা নিজেরা বলাবলি করছিলো যে,"যে ধরণের প্ল্যান পেয়েছি তার কিছুই নেই এখানে। এছাড়া যাদের বাড়ির ২/৩ জন বিদেশে থাকে তাদের বাড়ির অবস্থাও তো দুর্বল বলেই মনে হচ্ছে"। পরে রাতের পাহারাদার মানিক তাঁকে জানায়, তাঁর ছেলেদের যারা ধরে নিয়ে গেছে তারা একটি সাদা ও দুইটি কালো মাইক্রেবাস নিয়ে এসেছিলো। এর পর তিনি ফরিদপুর ডিবি অফিস এবং ফরিদপুর ও মাদারীপুর র‍্যাব অফিসে গিয়ে ছেলেদের খোঁজ করেন। কিন্তু সবাই তাঁর ছেলেদের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। তিনি ভাঙ্গা থানায় এই বিষয়ে একটি জিডি করেছেন। জিডি নম্বর ৫৫৫, তারিখ:১০/১১/১৪।[১৯]

৩৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী গত ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১৪ এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১৬৪ জন গুম হয়েছেন; এঁদের মধ্যে গুম হবার পর ২০ জনের লাশ পাওয়া গেছে।

সভা-সমাবেশে বাধা

৩৭. শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। কিন্তু সরকার ও ক্ষমতাসীন দল বিরোধী রাজনৈতিক দলের ও মতের অনেক সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে এবং হামলা চালাচ্ছে। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা।

৩৮. বিএনপি ঘোষিত ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি গত ৮ নভেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে অনুমতি চায়। কিন্তু সমাবেশের অনুমতি না দেয়ায় সারাদেশে ৯ নভেম্বর বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী নেয় বিএনপি। কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের বাধার মুখে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল পণ্ড হয়ে যায়। গাজীপুর জেলায় বিএনপির মিছিলে পুলিশ সরাসরি গুলি চালালে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নারী কাউন্সিলর শিরিন চাকলাদারসহ ১০ জন গুলিবিদ্ধ হন। এই সময় পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করলে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র এমএ মান্নানসহ অন্তত পঞ্চাশজন নেতাকর্মী আহত হন। সিরাজগঞ্জ জেলাতেও পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ১০/১২ জন বিএনপি নেতা কর্মী আহত হন। এছাড়া পুলিশের বাধায় ঠাকুরগাঁও, বাগেরহাট ও মানিকগঞ্জে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল পণ্ড হয়ে যায়।[২০]

৩৯. গত ৫ নভেম্বর বেগার্ট ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফির পরিচালক ইমতিয়াজ আলম বেগ তাঁর ভাগ্নিকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের পুকুর ঘাটে গিয়ে বসেন। এই সময় ৩/৪জন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ কর্মী ওই তরুণীর উদ্দেশ্যে অশোভন উক্তি করলে ইমতিয়াজ আলম বেগ তার প্রতিবাদ করেন। এতে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা ও মারধর করে।[২১] এই হামলার প্রতিবাদে গত ১০ নভেম্বর শহীদ মিনারে এক সভা ডাকে ব্রতী নামের একটি সংগঠন। কিন্তু সভা শুরুর আগেই সেখানে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে অবস্থান নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দেড়'শ শিক্ষার্থী, যাঁদের বেশীর ভাগই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বিভিন্ন হল শাখার কর্মী। শহীদুল্লাহ হল ছাত্রলীগের পদধারী একাধিক নেতাকেও সেখানে দেখা যায়। তাঁরা শহীদ মিনারের মূল বেদীতে মানববন্ধন শুরু করেন এবং ব্রতীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী

[১৯] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
[২০] মানবজমিন ১০ নভেম্বর ২০১৪
[২১] যুগান্তর ৬ নভেম্বর ২০১৪

ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা সভা শুরু করতে গেলে তাঁদের বাধা দেয়া হয়। এই নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা শহীদ মিনারের মূল বেদীতে সমাবেশ করতে না পেরে সরে আসেন এবং শহীদ মিনারের দিকে মুখ করে অবস্থান নেন। জানা গেছে এ সভা করার জন্য ব্রতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নেয়। কিন্তু অনুমতি না নিয়েই সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ছাত্রলীগের কর্মীরা এই সমাবেশ করে এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমাবেশ করতে বাধা দেয়।[২২]

৪০. *অধিকার* এই ঘটনাগুলোর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে সভা করার অনুমতি না দেয়া, তাদের মিছিলে বাধা ও হামলা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সভা-সমাবেশ করতে বাধা দেয়ার প্রবনতা দেখা যাচ্ছে সরকার সমর্থক সংগঠনগুলোর মধ্যে। শহীদ মিনার বাংলাদেশের স্বাধীনতা, স্বার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। দলমত নির্বিশেষে যে কেউ এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন বা সভা-সমাবেশ করতে পারেন । কিন্তু ক্ষমতাসীনদের দলবাজির কারণে দেশের বিশিষ্ট জনদের যেভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে তা বাংলাদেশকে বিভক্ত করবে এবং নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে ঠেলে দেবে।

মত প্রকাশ ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৪১. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা যে কোন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। এই বিষয়গুলো বাদ দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভ্যাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জনসভায় গান করায় শিল্পীর ওপর আক্রমণ

৪২. নাটোর সদর উপজেলায় বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাসাসের সভাপতি বাউল শিল্পী আবদুল খালেককে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গত ২ নভেম্বর সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ছয়টায় বাউল শিল্পী আবদুল খালেক শহরের ভবানীগঞ্জ মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। এরপর দুর্বৃত্তরা তাঁর মাথার লম্বা চুল কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় সদর থানার পুলিশ ও পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে নেয়। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকের কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহত খালেক বলেন, দুর্বৃত্তরা তাঁকে মারছিলো আর বলছিলো তুই খালেদা জিয়ার জনসভায় গান গেয়েছিস, এবার তোর গান শোনানোর সাধ মিটাচ্ছি। উল্লেখ্য, গত ১ নভেম্বর নাটোর এনএস কলেজ মাঠে ২০ দলীয় জোটের জনসভায় খালেদা জিয়ার সামনে শিল্পী আবদুল খালেক খালেদা জিয়াকে নিয়ে রচিত একটি সংগীত পরিবেশন করেন।[২৩]

[২২] প্রথম আলো ১১ নভেম্বর ২০১৪
[২৩] প্রথম আলো ৩ নভেম্বর ২০১৪

দেশের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ওপর গোপন নজরদারি

৪৩. দেশের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ওপর গোপন নজরদারি করতে বাংলাদেশের একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জার্মানির কাছ থেকে বিপুল অংকের অর্থে সফটওয়্যার কিনেছে। এ সফটওয়্যারের নাম ফিনফিশার (যা ফিনস্পাই নামেও পরিচিত) এবং ফিনফ্লাই। এই তথ্য ফাঁস করেছে সারা বিশ্বের গোপন খবর প্রকাশ করা সাড়াজাগানো ওয়েবসাইট উইকিলিকস। তবে আইন প্রয়োগকারী কোন সংস্থা এগুলো কিনেছে তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি সেই ওয়েবসাইটে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১২ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের ঐ সংস্থাটি লাইসেন্সকৃত ৩টি ফিনস্পাই সফট্ওয়্যার ও ৩টি ফিনফ্লাই ইউএসবি কিনেছে। এগুলো কিনতে খরচ হয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ ৩১ হাজার ইউরো।[২৪] ফিনফিশার সফট্ওয়্যার গোয়েন্দা নজরদারি করতে ব্যবহার করা হয়। যাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তাঁদেরকে নজরদারির মধ্যে আনাই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উদ্দেশ্য।

৪৪. নাগরিক অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন ও গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সরকার বিরোধী মত দমনের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের পথ বেছে নিয়েছে, যার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে *অধিকার*। *অধিকার* মনে করে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাতে বাংলাদেশের জনগণকে সংগঠিত হওয়া এবং এই ধরনের তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। তাই মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিটি মানবাধিকার কর্মীকে সোচ্চার হতে হবে এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

৪৫. *অধিকার* অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছে যে, নাগরিকদের বিভিন্ন মন্তব্য বা মতপ্রকাশের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাঁদেরকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। এতে রাষ্ট্রকে একটা ঠুনকো বিষয়ে যেমন পরিণত করা হচ্ছে, একই সঙ্গে এই ধরনের অভিযোগ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করার প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহীতার সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে মৃত্যুদন্ড। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন নাগরিককে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসেবে অভিযুক্ত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর ফলে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে তা বাংলাদেশকে নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে ঠেলে দেবে।

৪৬. গত ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে ১৯ মার্চ রাতে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট ফজলুর রহমান ইটনা পশ্চিমগ্রাম নূরপুর ডিডি মাদরাসা মাঠে বিএনপি সমর্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থীর দোয়াত কলম মার্কার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি প্রেসিডেন্ট ও সরকার প্রধান সম্পর্কে বলেন যে, "আবদুল হামিদ খন্দকার মোস্তাকের দল করত, আজকে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি খন্দকার মোস্তাকের দল করত, যিনি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে"। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, "এইটা শেখ মজিবের আওয়ামী লীগ না, হাসিনা লীগ। শেখ হাসিনা তার গোষ্ঠী গেরাত, সৈয়দ আশরাফ তার গোষ্ঠী গেরাত, আবদুল হামিদ তার আত্মীয় স্বজন নিয়া এই দল করে"। এডভোকেট মো. ফজলুর রহমান কুরুচিপূর্ণ ও উস্কানিমূলক কথা

[২৪] মানবজমিন ৪ নভেম্বর ২০১৪

বলেছেন এমন অভিযোগ করে মো. আলী হোসেন নামে এক আওয়ামী লীগ সমর্থক এডভোকেট মো. ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে ইটনা থানায় একটি জিডি (নং-৫১১, তাং-১৯/০৩/১৪) করেন। গত ১৮ই আগস্ট পুলিশ নন এফআইআর মামলা হিসেবে এই ব্যাপারে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি তথা রাষ্ট্রপ্রধান এবং শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের সরকার প্রধান। তাঁদের সম্পর্কে এডভোকেট ফজলুর রহমানের এই ধরনের কুরুচিপূর্ণ ও উস্কানি মূলক বক্তব্য জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, শত্রুতা, ক্ষোভ ও ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এতে এলাকার সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক বিরুপ প্রতিক্রিয়াসহ জনবিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে। এডভোকেট ফজলুর রহমানের এই ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, জননিরাপত্তা ও জনশৃংখলার জন্য ক্ষতিকর। যা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল এবং দণ্ডবিধি আইনের ১২৪-ক ধারার অপরাধ। গত ২৭ আগস্ট কিশোরগঞ্জের ৪নং আমলি আদালতের বিচারক অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ড. ফজলুল বারী মামলাটি আমলে নিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। গত ২৭ অক্টোবর সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ এডভোকেট ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তার বা হয়রানী না করতে নির্দেশ দেন। গত ২৯ অক্টোবর হাইকোর্টের এই নির্দেশের ওপর সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার জজ স্থগিতাদেশ দেন। পরে গত ৬ নভেম্বর আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বহাল রেখে এডভোকেট ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তার বা হয়রানী না করতে নির্দেশ দেন। আপিল বিভাগের আদেশের পর ফজলুর রহমান যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং গত ১৯ নভেম্বর কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত ২ এ আত্মসমর্পণ করে জামিন প্রার্থনা করেন। কিন্তু বিচারক শহীদুল ইসলাম তাঁর জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।[২৫] গত ২৩ নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ এবি মাহমুদুল হক ও বিচারপতি মো.আকরাম হোসেন চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ফজলুর রহমানকে ছয়মাসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন এবং ২৬ নভেম্বর তিনি কারগার থেকে মুক্তি পান।[২৬]

৪৭.উল্লেখ্য দন্ডণ্ডবিধির ধারা ১২৪ক অনুযায়ী, যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর দ্বারা অথবা সংকেতসমূহের দ্বারা বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির দ্বারা অথবা প্রকারান্তরে আইনবলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার সৃষ্টি করে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে অথবা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা করার উদ্যোগ করে,

৪৮. সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন বা এমন যেকোন স্বল্প মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যার সঙ্গে অর্থদন্ড যোগ করা যাইবে অথবা এমন তিন বছর মেয়াদী কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবে যার সঙ্গে অর্থদণ্ড যোগ করা যাইবে অথবা অর্থদন্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪৯.'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তাতে *অধিকার* গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আলোচ্য ধারায় সরকারের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ পোষণ করাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল হিসেবে পরিগণিত করা হয়নি বরং সুনির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রপতি এবং সমষ্টিক অর্থে সরকারের বিরুদ্ধে করা হলে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, সুতরাং বিষয়টি মানহানিকর হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়।

[২৫] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিশোরগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৬] মানবজমিন ২৭ নভেম্বর ২০১৪

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৫০. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ৪ জন সাংবাদিক আহত, ১ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৫১. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। এই সব হামলার ঘটনাগুলোর সঙ্গে সাধারণত: ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৫২. রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় পুলিশ হত্যা মামলার চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দৈনিক নয়া দিগন্তের স্থানীয় সংবাদদাতা গোলাম আজমকে। তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়ার অপরাধেই তাঁকে এই মামলায় চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয় সাংবাদিক বৃন্দ। পীরগাছা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম সিরাজ জানান, গোলাম আজম ঘটনাস্থলে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাংবাদিক গোলাম আজমকে পুলিশ হত্যা মামলায় সম্পৃক্ত করে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। এই ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, "সাংবাদিকের নাম তো চার্জশিটে না থাকার কথা। তবে আমি দেখছি কিভাবে নাম এলো"। উল্লেখ্য ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পীরগাছা পুলিশ এবং জামায়াত-শিবির নেতা কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়ে মারা যান পুলিশ কনস্টেবল মজিবর রহমান। [২৭]

৫৩. *অধিকার* সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা ও হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে জেল গেট থেকে আটক

৫৪. ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন এখনও বলবৎ আছে এবং তা বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। অতীতে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরাও এই নিবর্তনমূলক আইনটি বাতিল না করে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন এবং বর্তমানেও এই ধারা অব্যাহত আছে।

৫৫. মাগুরা জেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম (৩০) কে গাড়ি ভাংচুর, নির্বাচনী অফিসে হামলাসহ বিশেষ ক্ষমতা আইনে বিভিন্ন সময়ে পুলিশের দায়ের করা ১০ টি মামলায় গত ২০ নভেম্বর জেলা ও দায়রা জজ জামিন দেয়। জামিনে মুক্তি পেয়ে জেল গেট থেকে বের হওয়ার সময় ফের তাঁকে গ্রেফতার করে সদর থানা পুলিশ। ২০১৩ সালের ২৭ নভেম্বর একটি প্রাইভেট কার ভাংচুর, ককটেল বিস্ফোরন ও গুলির ঘটনায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬/২ ধারায় ১৮ জনের নামে ও ২০/২৫ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে মাগুরা জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম আহম্মেদ একটি মামলা দায়ের করেন। জেল গেট থেকে এই মামলায় সন্দেহভাজন আসামী হিসেবে আব্দুর রহিমকে আটক দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করে পুলিশ। এক বছর আগে দায়েরকৃত মামলার এজাহারে তাঁর নাম না থাকলেও পুলিশ অন্যায়ভাবে তাঁকে আটক করেছে বলে আব্দুর রহিমের আইনজীবী ওয়াসিকুর রহমান *অধিকারকে* জানান।[২৮]

৫৬. *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করার জন্য দাবি জানাচ্ছে।

---

[২৭] নয়াদিগন্ত ১৪ নভেম্বর ২০১৪

[২৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাগুরার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

৫৭. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[২৯] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৫৮. ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ও সেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের কারণে গত ১১ নভেম্বর ঝিনাইদহ আদালতে বাংলাদেশ প্রতিদিন ঝিনাইদহ প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমীন, সময় টিভিএর ঝিনাইদহ প্রতিনিধি শাহনেওয়াজ খান সুমন, দৈনিক নয়া দিগন্তএর সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন, বার্তা সম্পাদক, দৈনিক অর্থনীতিএর ঝিনাইদহ প্রতিনিধি সাজ্জাদ আহমেদ, স্মার্ট কম্পিউটারের মালিক রনি সাহা, নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক নীরব বাংলাএর সম্পাদক ও প্রকাশক ইমদাদুল হক মিলন ও পত্রিকাটির বার্তা সম্পাদককে আসামী করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩)এ ৫৭(১) ধারায় মামলা দায়ের করেছেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৩০]

৫৯. *অধিকার* মনে করে, যে পদ্ধতিতে গণহারে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে; তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক । *অধিকার* অবিলম্বে এই নিবর্তনমূলক আইনটি বাতিলের জন্য দাবি জানাচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৬০. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৪ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। তাঁদের মধ্যে ১ জন গুলিতে ও ৩ জন নির্যাতনে মারা গেছেন। বিএসএফ মোট ৫ জনকে আহত করেছে। এরমধ্যে ১ জন গুলিতে, ২ জন নির্যাতনে এবং ২ জন বিএসএফ'র ছুঁড়ে মারা বোমার আঘাতে আহত হন। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ১২ জন বাংলাদেশী।

৬১. গত ৬ নভেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার জোহরপুর সীমান্তে লিটন (১২) নামে এক বাংলাদেশি শিশুকে পিটিয়ে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ। লিটন নারায়ণপুর ইউনিয়নের জোহরপুর বেলপাড়া গ্রামের আনামুল হকের ছেলে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৯ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্ণেল আবু জাফর শেখ মোহাম্মদ বজলুল হক *অধিকারকে* জানান, সকালে লিটন ও আরেক শিশু সীমন্তঘেঁষা এলাকায় ঘাস কাটতে যায়। এই সময় ভারতের ২০ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের পিরোজপুর ক্যাম্পের

---

[২৯] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৩০] ইনকিলাব ১২ নভেম্বর ২০১৪

সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে এবং লিটনকে ধরে ফেলে। পরে তাকে সীমান্তের ওপারে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধর করে ছেড়ে দেয়। দুপুরে লিটন সীমান্তের এপারে আসার পথেই মারা যায়। [৩১]

৬২. *অধিকার* মনে করে, কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে, তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুট করছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

দলিত সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬৩. সমাজে অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় দলিত সম্প্রদায় অত্যন্ত অনগ্রসর এবং অবেহেলিত। এই কারণেই তাঁদের জানমালের সুরক্ষা এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু *অধিকার* দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির এখনো কোন পরিবর্তন ঘটেনি বরং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে।

৬৪. গত ৭ নভেম্বর একটি ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার বাঁকায় দলিত সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁদের ঘরবাড়ী ভাংচুর, নারীদের শ্লীলতাহানী ও লুটপাটের ঘটনার তথ্য পেয়েছে *অধিকার* । দলিত পরিষদ (বিডিপি)'র কেসিসি শাখার সভাপতি সঞ্চয় দাস *অধিকারকে* বলেন, পাইকগাছা উপজেলার বাঁকা দাস (দলিত পল্লী) পাড়ায় গত ৭ নভেম্বর ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধের কারনে ঘোষ সম্প্রদায়ের ভোলানাথ ঘোষ, রিপন ঘোষ, লিটন ঘোষ, তাপস ঘোষ, সুমন ঘোষ, উত্তম ঘোষ, মিঠুন ঘোষ, উজ্জল ঘোষ ও নূরউদ্দীনের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত দা, লাঠি, শাবল, লোহার রড নিয়ে দলিত পল্লীর ভেতর প্রবেশ করে হামলা চালায়। তারা সেখানে বসবাসকারী প্রায় ১শ'টি পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ী ভাংচুর, নগদ অর্থ লুট, ৬ জনকে পিটিয়ে জখম এবং নারীদের বিবস্ত্র করে চলে যায়। ঘটনার সময় স্থানীয় বাঁকা ক্যাম্পের পুলিশ সদস্যরা হামলাকারীদের ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে আতংকিত দলিত গ্রামবাসীরা প্রাণভয়ে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। হামলার ঘটনায় গত ৭ নভেম্বর পাইকগাছা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরপরও ঘোষ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করতে দলিতদের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা দায়ের করেছে।[৩২]

৬৫. *অধিকার* এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং সংখ্যালঘু দলিত সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

[৩১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩২] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৬. নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। নভেম্বর মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

যৌন হয়রানী

৬৭. নভেম্বর মাসে মোট ৩৯ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন আহত, ১ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত এবং ৩০ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এই সময় ৩ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৬৮. গত ৬ নভেম্বর আনুমানিক রাত ৮টায় খুলনার রূপসা উপজেলার গাজী মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রী (১১) কে উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় উত্যক্ততাকারী সাইফুল মোল্লা ও তাঁর দলবল ঐ ছাত্রীর চাচা উপজেলার রামনগর গ্রামের বাবুল খানের ওপর হামলা চালায়। আহত বাবুল খানকে খুলনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যায়, বাবুল খানের ভাইঝি দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে যাওয়া আসার সময় একই এলাকার সাইফুল মোল্লা নামে এক যুবক তাঁকে উত্যক্ত করে আসছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় সাইফুল মোল্লা ওই ছাত্রীর চাচাকে মারধর করে। এই ব্যাপারে ছাত্রীর বড় চাচা শহিদুল খান রূপসা থানায় সাইফুল মোল্লাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।[৩৩]

৬৯. হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর আউলিয়াবাদ আর কে উচ্চ বিদ্যালয়ের জেএসএস পরীক্ষার্থী লক্ষী রানি সরকার মনিকে স্কুলে যাওয়া আসার পথে একই গ্রামের পল্লী চিকিৎসক শ্রীবাস সরকার তাকে প্রেম নিবেদন ও উত্যক্ত করতো। গত ১১ নভেম্বর রাতে বাড়িতে পড়ার সময় মনির ঘরে ঢুকে শ্রীবাস তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এই ঘটনাটি জানাজানি হলে লক্ষী রানি সরকার মনি গত ১২ নভেম্বর আত্মহত্যা করেন। [৩৪]

৭০. গত ১৬ নভেম্বর মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার কাটাখালীতে উত্ত্যক্ত করার কারণে আত্মহত্যা করেছেন শারমিন সুলতানা (১৪) নামে এক স্কুল ছাত্রী। শারমিন শহরের এভিজেএম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। নিহতের পরিবারের সদস্যরা *অধিকারকে* জানান, গত ১৬ নভেম্বর সকালে শারমিন সুলতানা বাড়ির বাইরে কাটাখালী সড়কে আসলে তাঁর পথরোধ করে মোহাম্মদ অনিক (২২) নামের এক স্থানীয় যুবক প্রেম নিবেদন করে। এই সময় শারমিন প্রেম নিবেদন প্রত্যাখান করলে মোহাম্মদ অনিক তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এতে শারমিন দৌড়ে নিজ বাড়িতে ফিরে বাথরুমে ঢুকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। সদর থানার এসআই ফজলু মিয়া জানান, বেলা আনুমানিক সাড়ে ১২ টায় পুলিশ শারমিন সুলতানার লাশ উদ্ধার করে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।[৩৫]

যৌতুক সহিংসতা

৭১. নভেম্বর মাসে ৩৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১৮ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১৪ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এছাড়া ২ জন নারী যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন।

---

[৩৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৪] মানবজমিন ১৪ নভেম্বর ২০১৪

[৩৫] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৭২.গত ১ নভেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুর উপজেলার খুকনী যুগিপাড়া গ্রামে মুক্তা খাতুন (১৮) নামে এক গৃহবধুকে যৌতুকের জন্য তাঁর স্বামী ফারুক হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যরা মারপিট করে । গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২ নভেম্বর দুপুরে মুক্তা মারা যান। নিহত মুক্তার স্বজনরা *অধিকারকে* জানান, মাত্র আড়াই মাস আগে ফারুক হোসেনের সঙ্গে মুক্তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই ২ ভরি সোনার গহনা ও ১লাখ টাকা যৌতুকের জন্য মুক্তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর গত ৩০ অক্টোবর মুক্তাকে আবার তাঁর বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।[৩৬]

৭৩.টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার ধোপাখালী গ্রামে গৃহবধু শিল্পী বেগম (৩২) কে যৌতুকের জন্য তাঁর স্বামী তমছের আলী (৩৬) হত্যা করেছে। ১৪ বছর পূর্বে ঘাটাইল উপজেলার কর্ণা গ্রামের সিরাজ মিয়ার মেয়ে শিল্পী বেগমের সঙ্গে ধনবাড়ী উপজেলার ধোপাখালী গ্রামের মৃত উসমান আলীর ছেলে তমছের আলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য মাঝে মধ্যেই শিল্পী বেগমকে চাপ দিত স্বামী তমছের আলী। এরই এক পর্যায়ে গত ১০ নভেম্বর বিদেশে যাওয়ার জন্য বাপের বাড়ি থেকে ৫০ হাজার টাকা এনে দেয়ার জন্য শিল্পী বেগমকে চাপ দেয় তমছের আলী। এতে শিল্পী বেগম রাজি না হওয়ায় তাঁকে পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে লাশ ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। ঘটনার পর থেকেই স্বামী তমছের আলী পলাতক রয়েছে। এই ঘটনায় নিহত শিল্পী বেগমের বাবা সিরাজ মিয়া বাদী হয়ে ধনবাড়ী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।[৩৭]

এসিড সহিংসতা

৭৪.নভেম্বর মাসে ৪ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে ৩ জন নারী ও ১ জন পুরুষ এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৭৫.পটুয়াখালি জেলার কুয়াকাটার খাজুরায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে জহুরা (৩৫) নামের এক মহিলাকে এসিড ছুঁড়ে গুরুতর আহত করেছে দুবৃর্ত্তরা। গত ৮ নভেম্বর পটুয়াখালি জেলার কুয়াকাটার খাজুরা নামক এলাকায় রাত আনুমানিক ৮ টায় জহুরা বেগম তাঁদের প্রতিবেশীর বাসায় থাকা ছেলে শাহিনের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরার পথে ওঁতপেতে থাকা দুবৃর্ত্ত ছালাম, মস্তফা, কামাল ও স্বপন তাঁর গতি রোধ করে শরীরে এসিড ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। এই সময় এসিড দগ্ধ জহুরা চিৎকার করলে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ব্যাপারে কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সঞ্জয় মন্ডল *অধিকারকে* জানান, বিষয়টি তিনি তাৎক্ষিণকভাবে না জানলেও পরে অবগত হয়েছেন । তবে এই ব্যাপারে কোন মামলা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। [৩৮]

৭৬.এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এবং এসিড সহজলভ্য হওয়ায় এই ধরনের অপরাধ ঘটেই চলেছে।

ধর্ষণ

৭৭.নভেম্বর মাসে মোট ৫৪ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৯ জন নারী, ৩৩ জন মেয়ে শিশু ও ২ জনের বয়স জানা যায় নি। উক্ত ১৯ জন নারীর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৩ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩

[৩৬] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩৭] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩৮] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পটুয়াখালির মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৫ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭৮. গত ৬ নভেম্বর বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৩টায় খুলনা নগরীর রূপসা বেড়ীবাঁধ এলাকায় রূপসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণীর এক ছাত্রীকে স্থানীয় বাসিন্দা মোঃ আবুল কালামের ছেলে রেজাউল ইসলাম (২৫) ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় শিশুর পিতা বাদী হয়ে খুলনা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। শিশুটিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় ধর্ষক রেজাউল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে। [৩৯]

৭৯. টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গালা ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের এক দরিদ্র কৃষকের বাক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়ে (১৮) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। প্রতিবেশী হায়দার আলীর ছেলে জুয়েল ওরফে শওকত (২০) তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। গত ৫ নভেম্বর সকালে বাবা-মা প্রতিবন্ধী মেয়েকে ঘরে রেখে বাইরে শিকল দিয়ে ফসলের জমিতে কাজ করতে যান। এই সুযোগে প্রতিবেশী জুয়েল ওরফে শওকত ফাঁকা বাড়িতে প্রবেশ করে প্রতিবন্ধি মেয়েটিকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। বিষয়টি ধামা চাপা দেয়ার জন্য গ্রাম্য মাতাব্বরগণ ও ধর্ষক জুয়েলের পিতা হায়দার আলী আপোষ মীমাংসার আশ্বাস দিয়ে সময়ক্ষেপণ করাতে থাকে। বিষয়টি ইউপি সদস্য আঃ সামাদকে জানানো হলেও তিনি কোন সমাধান করতে পারেননি। ঘটনার ৩ দিন পর গত ৮ নভেম্বর ধর্ষিতার পিতা হাবিবুর রহমান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০১৩) এর ০৯/১ ধারায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নম্বর ২১/৫২৯। তারিখ- ০৮/১১/১৪।[৪০]

৮০. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও স্বাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের দায়মুক্তি, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা

৮১. দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্যাবলী প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা হয়। এই আইনের ২ অনুচ্ছেদে বলা আছে,'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'। আইনানুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও দুদক সে দায়িত্ব পালন করছেনা। দুদককে যে ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে হচ্ছে তা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। ২০০৭-২০০৮ সালে বর্তমান সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিলো দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু তদন্তানাধীন এইসব বিষয়ে বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। অনেকটা গোপনেই মামলা নথীভুক্ত করে দায়মুক্তির 'সনদ' দিচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন। তিন বছর আট

[৩৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪০] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

মাসে কমিশন বিলুপ্ত ব্যুরো'র মামলাসহ ৫৩৪৯টি দুর্নীতির অনুসন্ধান নথিভুক্ত করে আসামীদের দায়মুক্তি দিয়েছে।[৪১]

৮২.চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীন দল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সময়কার চাঞ্চল্যকর পদ্মা সেতু সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনসহ ১০ জনকে এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হককেও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয় দুদক। এছাড়া গত আট মাসে (২০১৪ সালের জানুয়ারী থেকে অগাস্ট) দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়াদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা প্রমুখ।[৪২] গত ৩০ নভেম্বর রেলে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের সাবেক মহাব্যবস্থাপক (বরখাস্তকৃত) জি এম ইউসুফ আলী মৃধাকে বাদ দিয়ে দুদক অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। এর আগে গত ২৯ জুলাই রেলের রেকর্ড কিপার ও গুডস সহকারী গ্রেড-২ পদে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায়ও মৃদাকে বাদ দিয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক। উল্লেখ্য ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল তৎকালীন রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বাসায় যাওয়ার পথে টাকার বস্তাসহ আটক হন ইউসুফ আলী মৃধা।[৪৩]

৮৩.২০১৩ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, সেগুলো খারিজ করে দিয়েছে এই কমিশন। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক চিফ হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী মহিউদ্দিন আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় কমিশন। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অন্যদিকে বিরোধী দল বিএনপির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে দুর্নীতি দমন কমিশন।[৪৪]

৮৪.এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়ার কথা বলে ঘুষ নেয়ার একাধিক অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তা। অবৈধ সম্পদের নোটিশ, অনুসন্ধান, মামলা ও চার্জশিটের ভয় দেখিয়ে ঘুষ দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগীদের অনেকেই দুদকে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস না পেয়ে বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেছেন।[৪৫]

৮৫.হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ৫-৬ মে ২০১৩ তে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে *অধিকার* তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে বিনা ওয়ারেন্টে তুলে নিয়ে গিয়ে পরে গ্রেফতার দেখায়। এরপর থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে *অধিকার* এর আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়, যা আদিলুর রহমান খানের জামিনে মুক্তি পওয়ার পর ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে

[৪১] মানবজমিন ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৪২] মানবজমিন ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৪৩] প্রথম আলো ১ ডিসেম্বর ২০১৪
[৪৪] মানবজমিন ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৪৫] ইত্তেফাক ২৩ জুন ২০১৪

আরো বৃদ্ধি পায়। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে দুদক বিশ বছরের পুরোনো সংগঠন *অধিকার* এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের নামে সংগঠনের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করেছে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

৮৬. *অধিকার* মনে করে,এদেশের সমস্ত সংস্থাকে জবাবদিহিতার আওতাধীন রাখতে হবে। *অধিকারও* তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে। যে কারণে *অধিকার* প্রতিবছর এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে তাদের প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট জমা দিয়ে থাকে। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ড স্তব্দ করার উদ্দেশ্যে সরকারের বর্তমান দমনমূলক কর্মকাণ্ডের পথ ধরে *অধিকারকে* তার দীর্ঘ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত অবস্থানকে বির্তকিত করার চেষ্টা করছে। *অধিকার* বহু দিন ধরেই দুদকের বৈষম্যমূলক আইন ও অস্বচ্ছ কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে আসছে এবং দুদকের কর্মকর্তাদের আয়-ব্যয় বিবরণী ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রকাশের কথা বলে আসছে। দুদক যে কোন সময়েই আইনসম্মত পথে *অধিকার এর* আর্থিক লেনদেন তদন্ত করতে পারে, তবে এমন এক সময় এই তদন্তের নামে হয়রানী করছে যখন সরকার চাপ সৃষ্টি করে *অধিকারকে* বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছে। এইক্ষেত্রে সরকারি আজ্ঞাবাহী পরাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দুদক আবারো আর্বিভূত হয়েছে।

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান

৮৭. গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে *অধিকার এর* ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে *অধিকার* এর সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় দায়েরকৃত নিবর্তনমূলক মামলা এখনও বলবৎ রযেছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী সহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে *অধিকার* এর সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৮৮. উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' প্রকল্পের ২ বছর ১০ মাসব্যাপী কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের শেষ ধাপের অর্থছাড় আজ পর্যন্ত করেনি। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে ডকুমেন্টশন, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা এবং এই সব সহিংসতা বন্ধের জন্য এডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছিলো। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য *অধিকার* তার সাধারণ তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির শুরু থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছিল।

৮৯. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে *অধিকার*। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ২০১৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২য় বর্ষের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫০% অর্থছাড়

দেয়। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে *অধিকার* উল্লেখিত প্রকল্পের প্রথম বর্ষের কার্যক্রম সমাপ্তির অডিট রিপোর্টসহ ২য় বর্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড়ের জন্য পুনরায় আবেদন করে। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। প্রায় ১৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও অদ্যাবধি বরাদ্দকৃত তহবিলের অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৯০. 'এমপাওয়ারিং ওমেন এজ কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারস' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের (২০১৪ সালের) জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড় করেনি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়ে যাবে। যৌতুক সহিংসতা, এসিড সহিংসতা, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানী বন্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে *অধিকার* প্রথম বছর (২০১৩ সালে) নারীর প্রতি সহিংসতার মামলার গতি ত্বরান্বিত, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও এ্যাডভোকেসি করে। অথচ অর্থছাড় না করায় *অধিকার* ২য় বর্ষের কোন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে না।

৯১. প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় না হওয়ায় *অধিকার* এর সকল মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণে *অধিকার* এর সাতজন কর্মী *অধিকার* থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

৯২. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার* তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: ১-৩০ জানুয়ারি-নভেম্বর ২০১৪*													
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড **	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৭	১৪	৫	৭	১১	৬	৫	১৭	৫	১১০
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	২	১	০	২	২	১	১	১	০	০	১০
	গুলিতে নিহত	১৮	১	৬	৪	১	০	৩	০	১	৩	১	৩৮
	পিটিয়ে হত্যা	১	১	০	০	১	১	০	০	০	০	০	৪
	মোট	৩৯	১৭	১৪	১৮	৯	১০	১৫	৭	৭	২০	৬	১৬২
গুম		১	৭	২	১৮	২	০	০	৩	২	০	২	৩৭
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	২	৪	৪	০	৬	৭	২	৪	৩৩
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৩	২	১	১০	৬	১৩	৪	১০	৫	৬১
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	১২	৪	১৭	৫	৯	৮	৬	৪	১২	৯৮
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৪	৭	৫	৪	৩	৮	২	৮	৫	৫২
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	১
	আহত	২	৯	৭	২৫	৫	২	১	১৪	৮	৫	৪	৮২
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	৩	২	১	১	০	৩	৪	১	১	১৮
	লাঞ্ছিত	০	১	০	২	১৫	০	০	১	২	৩	০	২৪
	গ্রেফতার	৪	০	০	০	০	১	০	১	০	০	০	৬
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	১০	২২	১৭	১৭	১৩	৮	৬	১৪	১২	৯	১৮১
	আহত	১৪৭২	১১৬৬	১৩৪৩	৫৯৩	৪১২	২৪৬	৫৯৯	৪৯৭	৬৫২	৯১৮	৮৫৪	৮৭৫২
যৌতুক সহিংসতা		১২	১৫	১৪	২২	১৮	৩২	২৬	১৯	২৬	১৯	৩৪	২৩৭
ধর্ষণ		৩৯	৫১	৪২	৫৯	৬৫	৪৭	৫৭	৬০	৪৯	৮৭	৫৪	৬১০
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৯	২৫	২২	১২	২২	২০	৪০	২৫	৩৯	২৬০
এসিড সহিংসতা		১	৩	৬	৭	৬	৪	৫	৪	৮	১৬	৪	৬৪
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	১১	১৩	১১	৬	৮	১২	৫	১০	৮	১০৬
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	০	১
	আহত	৬০	১৩৫	৬৫	৫১	৪৯	১১৫	১২২	৯৮	৫০	০	০	৭৪৫

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-নভেম্বর পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ২১টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় নেতা কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সব দলের অংশগ্রহণের

মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে এবং সহিংসতার দায় একে অপরের ওপর চাপানোর সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. গোয়েন্দা পুলিশ বা র‍্যাব পরিচয় দিয়ে গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। এই গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. *অধিকার* শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে।

৫. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৬. সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা এবং হামলার ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৭. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৮. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর চলতে থাকা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বন্ধ করতে হবে। এই শিল্পের শ্রমিকদের একটি সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনাসহ পরিকল্পিতভাবে এই শিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

১০. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারী আজ্ঞাবাহী না হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে হবে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গের আয় ব্যায়ের আর্থিক বিবরনী নিয়মিতভাবে জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

১২. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানী করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় করতে হবে।